দর্শনায় ধানের শীষে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালান চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার।

গণসংযোগকালে তিনি বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি ও স্থানীয় উন্নয়নের রূপরেখা সম্বলিত লিফলেট দোকানপাট ও পথচারীদের হাতে তুলে দেন।

এ সময় সাবু তরফদার বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপি’র উপ-কোষাধ্যক্ষ ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিজয়ী করলে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হবে। তিনি বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও দেশের শীর্ষ পোশাকশিল্প উদ্যোক্তা। তার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা ও রাজধানী ঢাকা দুই এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির বড় সুযোগ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয়ই দেশের রাষ্ট্র কাঠামো, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও জবাবদিহিমূলক উন্নয়নের পথ সুগম করবে।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ ফারুক, শ্রমিকদল নেতা খন্দকার মুন্নাফ, দর্শনা থানা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আলমগীর হোসেন, দর্শনা টাংলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, শ্রমিকদল নেতা মো. জাহাঙ্গীর, সোহরাব হোসেন, সানোয়ার হোসেন, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ।

দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে প্রচার বোর্ড স্থাপন

দর্শনা পৌরসভায় কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু আগামী ত্রিদেশীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী বিজয় করার লক্ষ্যে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচার বোর্ড স্থাপন করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় এই প্রচার বোর্ড স্থাপন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ মহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান, সমন্বয় কমিটির অন্যান্য সদস্য বিএনপি নেতা মাহবুবুল আলম খোকন, মোঃ মহিদুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল ইসলাম, দর্শনা রেলবাজার কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ শহিদুল মোল্লা, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, প্রবীণ বিএনপি নেতা মোঃ ইসমাইল আমিন, আব্দুল হামিদ, আলাউদ্দিন, যুবদল নেতা সোহাগ জামাদার, ছাত্রদল আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, আব্দুল মুকতি, সাইদুর রহমান, ওয়াসিম, ছাত্রদল নেতা আব্দুর রহিম মুন্না, সোভন, পলাশ, ফরাদ, লিজন, আকাশ খান প্রমুখ।

বিএনপি নেতারা জানান, ভোটারদের কাছে প্রার্থী ও ধানের শীষ মার্কার পরিচিতি বাড়ানো এবং নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

[redacted]

[redacted]

তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার)। নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুতফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন পুরণো হলেও ২ জন রয়েছেন নতুন প্রার্থীই। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি) সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মেহমুদ লিটন (বাই সাইকেল) নতুনদের মধ্যে রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখি ফুল)। সহসভাপতি পদে আবুল বাসার (মোরড়) আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)। কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)। দপ্তর সম্পাদক পদে সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

এছাড়া ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে মোঃ শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৭৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী ফরজ আলী কাঁঠাল মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম ৮৮ ভোট পেয়ে নিবার্চিত। অপর প্রার্থী সেলিা মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় আব্দুল মিয়া এবং শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ নং মেহেদী হাসান (বেলচা) মার্কায় ৮৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী মোঃ ওয়াসীম ফুটবল ৩২ ভোট পেয়েছে। ৬নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পানপাতা মার্কায় ২১২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী হানিফ খঁ ২৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া ৭ নং ওয়ার্ড থেকে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সাইদুর রহমান উড়োজাহাজ মার্কায় ২৯ ভোট পেয়েছেন।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক

সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আজ

সাড়ে সাত বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ শুক্রবার। এই নির্বাচনে ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ জন প্রার্থী। দেখার অপেক্ষা, কে হাসেন বিজয়ের হাসি।

সভাপতি পদে ৩ ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জনসহ বিভিন্ন পদে মোট ৩১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর দর্শনা, যা শিল্পনগরী হিসেবে সারাদেশে পরিচিত। দর্শনা দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় বইছে নির্বাচনী উৎসবের আমেজ।

নির্বাচন তিন বছর অন্তর হওয়ার কথা থাকলেও এবার তা হচ্ছে দীর্ঘ সাড়ে সাত বছর পর। আগামী ১৪ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে সরব আলোচনা, আর ভোটারদের মাঝে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

দর্শনা বাজারের ব্যবসায়ীদের এই নির্বাচন বরাবরই এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে এলাকা। বাজারের প্রতিটি অলি-গলি ও প্রধান সড়কে প্রার্থীদের ছবি ও প্রতীকসংবলিত ডিজিটাল বিলবোর্ড ও পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও চলছে প্রচার।

দিনে প্রার্থীদের মাঠে তেমন দেখা না গেলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে কেউ দলবদ্ধভাবে, কেউ একাই প্রচারণা চালাচ্ছেন। প্রতিটি ভোটারকে হ্যান্ডবিল দিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সর্বশেষ ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি টানা সাত বছরেরও বেশি সময় দায়িত্বে ছিল। নানা জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান। অন্য সদস্যরা হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফ.এ. আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন।

গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভোটার সংখ্যা ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধন, ২৮ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯-৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বিতরণ, ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও আপিল শুনানি শেষে ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও ৪ নভেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

১৪ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার), নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুৎফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি), সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মাহমুদ লিটন (সাইকেল) এবং নতুন প্রার্থী রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখী ফুল)।

সহসভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আবুল বাসার (মোরগ), আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আছেন আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)।

কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)।

দপ্তর সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

ওয়ার্ড সদস্য পদে ১নং ওয়ার্ডে ফরজ আলী (কাঠাল) ও মো. শরিফ (পেয়ারা), ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (মোবাইল) ও হারেজ উদ্দিন (সেলাই মেশিন), ৩ ও ৪নং ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল ও শামীম মিয়া, ৫নং ওয়ার্ডে ওয়াসিম (ফুটবল) ও মেহেদী হাসান (বেলচা), ৬নং ওয়ার্ডে হানিফ খা (আম) ও আজিজুল ইসলাম আজিজ (পানপাতা), ৭নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার (জবাফুল), সাইদুর রহমান টুটুল (উড়োজাহাজ) ও আজাহার খান ঝন্টু (চায়ের কাপ)।

এ নির্বাচনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান।

দর্শনায় বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত, আতঙ্কে পৌরবাসী

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। এতে পথচারী, শিশু ও প্রবীণরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব কুকুর প্রায়ই রাস্তায় হাঁটাচলা করা মানুষকে তাড়া করছে, এমনকি কামড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। সম্প্রতি শহরের রেলবাজার, মুজিবনগর রোড, কলেজপাড়া, পুরাতন বাজার ও বাসস্ট্যান্ড এলাকাসহ বিভিন্ন মহল্লায় বেশ কয়েকজন পথচারী ও গবাদিপশু (গরু- ছাগল) কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পৌরবাসীর দাবি, দ্রুত পৌরসভার পক্ষ থেকে এসব বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও টিকাদান (ভ্যাকসিন) কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। নইলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার সচেতন নাগরিকরা বলেন, প্রায় প্রতিদিনই

কোনো না কোনো এলাকায় কুকুরের উৎপাত দেখা যাচ্ছে। পৌরসভার উচিত দ্রুত ভ্যাকসিন ও নির্বীজন কার্যক্রম শুরু করা।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, যাতে বেওয়ারিশ কুকুরের ভয় থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পেতে পারে।

দর্শনায় দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা পৌর যুবদলের উদ্যোগে বাসস্ট্যান্ড থেকে রেলবাজার ও পুরাতনবাজার এলাকায় দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এই খাবার বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ জালাল উদ্দীন, যুবদলের সংগ্রামী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট, যুগ্ম আহবায়ক অপু সুলতান (আপু), যুবদল নেতা মোহন, মোঃ তহিরুল ইসলাম, সদস্য শরীফ, শাহিন ইসরাফিল, নাজমুল, আশিক, সজীব, সোহেল, আকাশ, মাসুম, শফি, ইখলাস, মমিন, ডাবলু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ঘরের তালা ভেঙে টাকা ও

স্বর্ণালংকার চুরি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুরে রাতের আধারে ঘরের তালা ভেঙে নগদ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। এ চুরির ঘটনা ঘটেছে গত সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে।

জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর বাগানপাড়া এলাকার পিরুর ছেলে সোহাগের আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর সোমবার দুপুরে তার বাড়ির লোকজন ঘরে তালা দিয়ে সেখানে চলে যান। পরে তারা বাড়িতে ফিরতে না পারায় সোহাগ রাত ৯টার দিকে বাড়িতে গিয়ে ঘর-বাড়ি দেখে আবার বাজারে তার দোকানে চলে যান।

এই সুযোগে অজ্ঞাতনামা চোররা রড দিয়ে ঘরের তালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং সবকিছু তছনছ করে। ঘরে থাকা নগদ টাকা ও রুপার এবং স্বর্ণালংকার- চেইন, আংটি, কানের দুল এবং নুপুর চুরি করে নিয়ে যায়। পরে দোকান বন্ধ করে সোহাগ বাড়িতে ফেরার সময় দরজার সামনে একটি রড পড়ে থাকতে দেখে। ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান তালা ভাঙা এবং সব জিনিসপত্র তছনছ করা।

বাড়ির মালিক সোহাগ জানান, চোররা ঘরের তালা ভেঙে নগদ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১ জোড়া স্বর্ণের কানের দুল, ১টি স্বর্ণের আংটি, ১টি স্বর্ণের চেইন, ১টি রুপার আংটি ও ১ জোড়া রুপার নুপুর চুরি করেছে।

কিডনী রোগে আক্রান্ত দর্শনার মিনা রাণী বাঁচতে চাই

দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের রেললাইনপাড়ার শ্রী মন্টু কুমার এর স্ত্রী, হরিজন সম্প্রদায়ের ৩ সন্তানের জননী মিনা রাণী (৩৫) কিডনী রোগে আক্রান্ত। তার শরীরের দুটি কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে এবং বর্তমানে শুধু মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

মিনা রাণীকে বাঁচতে হলে একটি কিডনীর পাশাপাশি নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হবে। কিন্তু গরীব ও অসহায় পরিবারের হওয়ায় চিকিৎসার খরচ জোগানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

তার স্বামী মন্টু কুমার ও কন্যা ঋতু সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। যারা কিডনী দান করতে বা আর্থিক সহায়তা করতে ইচ্ছুক, তারা বিকাশ একাউন্ট ০১৭৮৭-৩৫৪৫২৫ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়নে ধানের শীষ প্রতিকের নির্বাচনী পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা থানাধীন নেহালপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট চেয়ে নির্বাচনী পথসভা করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সংগ্রামী সভাপতি ও বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

গতকাল শনিবার বেলা ৩ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডের কোটালি, কেষ্টপুর বটতলা বাজার, ডিহি, হিজলগাড়ী, নেহালপুর, নেহালপুর পশ্চিমপাড়া, বোয়ালিয়া, কুন্দিপুর ও দোস্তে গ্রামে এসব নির্বাচনী পথসভা করেন।

স্ব-স্ব ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিগত দিনে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় কি হয়েছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আমি সে বিতর্কে যাব না। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র মার্কা ধানের শীষ মার্কা। আপনারা সবাই ধানের শীষে ভোট দিবেন। কেন দিবেন? এই জন্য দিবেন, দেশ পরিচালনায় একমাত্র যোগ্যদল বিএনপি। আমাদের দলটি রাষ্টিয় ক্ষমতায়

পরিবর্তন এনে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাই আপনাদের প্রতি আমার উদ্যাত্ত আহবান মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এক দল অতীতে কি করে গেছে সেটা যেমন জানেন তেমনি আর একটি দল ক্ষমতায় আসার জন্য নানা ভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। দল বা কোন মার্কার উপরে পরকালে ভাগ্য নির্ধারণ হবে না। এটা যারা বলছেন তারা আপনাদের সাথে মিথ্যা কথা বলছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগাঠনিক সম্পাদক মহিদ জোযার্দ্দার, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি মাসুদ রানা, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আবুসালেহ মেম্বর, সাংগাঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, সদস্য সচিব সাজদেুর রহমান মিলন, যুবদল নেতা হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মেহেদী হাসান মাষ্টার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন, জহুরুল ইসলাম, নুরননবী, ছানোয়ার হোসেন, জলিল উদ্দিন, আমজেদ হোসেনসহ ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা।

মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, অপকার করি না

বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, আমরা যদি মনে করি আমরা ভালো থাকতে চাই, আমরা যদি মনে করে অত্র এলাকার অবকাঠামো অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি রাস্তা- ঘাটের উন্নয়ন চলমান থাকবে, আমরা যদি মনে করি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, আমরা যদি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি অত্র এলাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, তাহলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট

দিতে হবে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গড়াইটুপি ইউনিয়নে পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। এদিন বেলা ৩টায় মাহমুদ হাসান খান বাবু গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কে টি জি এম ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন।

পথসভায় তিনি আরও বলেন, এই বিশ্বাস আমরা সবাই করি। আমরা এখানে যারা আছি শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ ধরেন এই আদর্শে বিশ্বাস করি। অন্য ১০ জন আমরা কী বলছি সেটা শোনার জন্য এসেছি।এই যে ৯০ জন আমরা এসেছি শতকরা, আমাদের কাজ হবে, আমাদের এই ধানের শীষের প্রতি মানুষের আস্থাটা যাতে বজায় থাকে এবং ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা তো এই কয়টা মানুষের ভোটে জিতন না। আমাদের জিততে হলে আমাদের বিশেষ করে যারা মা-বোন যারা বাসায় আছে তাদের সঠিক জিনিসটা বোঝাতে হবে।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি বলেন, আপনারা অতীতে দেখেছেন, বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে, যারা বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করেছি, উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন, কোনো জায়গায় সফল হয়েছে, কোনো জায়গায় হয়নি। কিন্তু উন্নয়নের নামে, কারও চাকরি-বাকরি দেওয়ার নাম করে, কারও সুপারিশের জন্য কোনো জায়গায় কোনো ধরনের দুর্নীতি আমাদের আগের যিনি এমপি ছিল মোজাম্মেল হক সাহেব, উনি করেছিলেন? না করিনি। উনারই উত্তরশরী আমরা, আমরা একই আদর্শ বহন করি এবং মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, না পারলে অন্তত অপকার করি না। চলার পথে আমাদের নেতা-কর্মীর আমিসহ কোনো যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে এটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিলটন, দর্শনা থানা বিএনপির থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহসভাপতি মো. আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহিদুল জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. খাইরুল হাসান, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. মহাব্বত আলী, সহসভাপতি মো. রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আতিয়ার রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাহাজুল হক প্রমুখ।